এক বৎসরকালীন বাংলা ভাষা ডিপ্লোমা পাঠক্রম প্রথম ষান্মাসিক

(২য় পত্র)

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন দূর-শিক্ষাকেন্দ্র
হোম অ্যাসাইনমেন্ট ২০২৪ বাংলা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪
(৭তম শিক্ষাবর্ষ)

ভাষা বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ২০ **জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩০ জুন ২০২৪**

(মূল পাঠ্যবইয়ের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষার্থীদের উত্তরগুলো **নিজ হাতে** নিজের ভাষায় লিখতে হবে। বই থেকে সরাসরি লিখে দিলে সম্পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে না।)

১) যে কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন ১X৪

ক) মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের ভূমিকা সম্বন্ধে কী মতামত দিয়েছেন?

খ) ব্যাকরণের নিরপেক্ষতা বলতে জ্যোতিভূষণ চাকী মহাশয় কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ)'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে ব্যাকরণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন?

ঘ) সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারাটির সময়কাল কীভাবে গণনা করা হয়েছে?

ঙ) নব্য ভাষাচিন্তাধারার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলির নাম কী কী?

২) যে কোনও দুইটি প্রশ্নের উত্তর ৩০টি শব্দের মধ্যে লিখুন। ২X২

ক) স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লিখুন।

খ) বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় তালব্য বর্ণ কোনগুলি? তাদের এরূপ নামকরণের কারণ কী?

গ) রত্ন > রতন, যত্ন> যতন-ধ্বনি পরিবর্তনের এই ধারাটির নাম কী? এর বৈশিষ্ট্যটি লিখুন।

ঘ) সংস্কৃত নিয়মের সন্ধির সঙ্গে খাঁটি বাংলা সন্ধির একটা প্রধান পার্থক্য আছে, তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লিখুন।

৩) ৫০টি শব্দের মধ্যে যে কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন। ৩X১=৩

ক) জীবন্ত ভাষার চরিত্রলক্ষণ কী কী? বাংলা ভাষা যে জীবন্ত তার লক্ষণগুলি উদাহরণ সহ লিখুন।

খ) বাংলা শব্দভান্ডারে মৌলিক শব্দ বলতে কোন প্রকৃতির শব্দগুলিকে বোঝায়? তাদের শ্রেণিবিভাগ করে, উদাহরণ দিয়ে লিখুন।

৪) একটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে লিখুন। ৪X১=৪

ক) বিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা সাহিত্যে চলতি মৌখিক গদ্যের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল? এই প্রসঙ্গে চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য লিখুন।

খ) অর্থগত দিক দিয়ে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ কী কীভাবে করা যেতে পারে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লিখুন।

৫) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। ২.৫ + ২.৫=৫

'বাঙ্গালা বানান সমস্যা' শীর্ষক একটি অভিভাষণে, ডক্টর, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, বাঙ্গালীর লেখায় আর পড়ায় ঠিক নাই। অনেক 'খুঁটিনাটি ব্যাপারের আমাদের লেখা আর পড়া, বলা আর লেখা এক নয়, তিনি বলেন, 'অনেক' আর 'এক' এতে শব্দ দুটোর উচ্চারণ দুইরকম। 'অতীত কাল, কালো চোখ' এ কালতে পার্থক্য স্পষ্ট, 'তোমার মত বন্ধু আর তোমার মত কী'-এখানেও তাই। তিনি বাংলা ভাষার বিবর্তন ধারাটি এভাবে সাজিয়েছেন -

সাংস্কৃত-অপভ্রংশ-প্রাকৃত-প্রাচীন প্রকৃত (পালি)। তাঁর মতে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশে কোন লিপিতেই বানান সাংস্কৃতের মতো নয়, যেমন :- ভিকখা, দক্‌খিন (পালি) জ্ঞাতি, জ্ঞান, জ্বিহা (মাগধী) অথচ, বাংলায় লেখা হয় ভিক্ষা, দক্ষিণ, জিহ্বা ইত্যাদি। প্রাকৃতে বানান উচ্চারণ অনুগত ছিল, কিন্তু বাংলাতে এই ধারা রক্ষিত হয়নি।

প্রশ্ন : -ক) 'বাঙ্গালীর লেখায় আর পড়ায় ঠিক নাই'—এই বক্তব্যটির মাধ্যমে ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন?

খ) কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উচ্চারণ সংক্রান্ত শহীদুল্লাহ-এর বক্তব্যটি বুঝিয়ে লিখুন।